পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষা কর্মী ইউনিয়ন
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি,
বর্ধিত অধিবেশন
প্রতিবেদন
২৫/০২/২০২৪
স্থান : আসানসোল গার্লস কলেজ

কমরেড সভাপতি, কমরেড,

বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে রাজ্য কাউন্সিল সভা করার পর আমাদের আবারও বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হতে হচ্ছে। একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হছে। বিগত ১২ বছরে রাজ্যের স্বৈরাচারী সরকার কার্যত লুট এবং দুর্নীতি কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এবং অপরাধীদের আড়াল করতে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ঘোরাবার জন্য লক্ষী ভান্ডার এর মত কয়েকটা প্রকল্প চালু করে বৈতরণী পার হবার চেষ্টা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সচেতন। এত সহজে বিক্রি হয় না। আর এটাকে হাতিয়ার করে মানুষের ন্যায্য অধিকার ,শ্রমিক, কর্মচারীদের ন্যায্য সংগত গুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রতিবাদ করলে কালা আইন জারি করে প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রাজ্যে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। রাজ্যের শিক্ষাকর্মীদের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে পড়ছে। কলেজ শিক্ষাকর্মীদের সম্পর্কে রাজ্য সরকারের বর্তমান অবস্থান কি ? আমরা বুঝতে পারছি না। দীর্ঘদিন ধরে কোন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আলোচনার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত ২০১২ সালের পর থেকে রাজ্যের সমস্ত কলেজের নিয়োগ কার্যত বন্ধ। কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হবে, এই আদেশ নামা জারি করে কলেজের সমস্ত নিয়োগ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। গ্রুপ সি থেকে অ্যাকাউন্টেন্ট , ক্যাশিয়ারে প্রমোশন হচ্ছে না। অথচ সময়ের নিয়মে শিক্ষাকর্মীদের অবসর গ্রহণ করার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে ব্যাপক শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। কোয়ালিফাইড ও সিনিয়রিটি ভিত্তিতে গ্রুপ ডি শিক্ষা কর্মীদের দীর্ঘ দিনের দাবী পদ্দোন্নতি। সেই প্রশ্নে সরকার নীরব। ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট দের উচ্চ বেতন ক্রম তারও কোন সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না । মৃত পোষ্যের সন্তানের চাকরির ব্যবস্থা যা অতীতে হয়েছে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দু'বছর ধরে সরকারি দপ্তর থেকে শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে যে কোনদিন সরকারী আদেশনামা বের হতে পারে কিন্তু এখনো হল না। ভয়ংকর শোচনীয় অবস্থা। প্রতিদিন অস্থায়ী শিক্ষা কর্মী সংখ্যা কলেজগুলিতে বাড়ছে। তাদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই। তাদের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে সরকারের ভূমিকা মোটেই ভালো নয়। এই প্রশ্নে সরকারের মনোভাব যত দিন না স্পষ্ট হচ্ছে ততদিন লড়াই জারি থাকবে। সংকট গভীর থেকে গভীরতার হচ্ছে। বহুবার শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এমনকি বিধানসভার স্পিকারেরও হস্তক্ষেপ চেয়ে সাক্ষাৎকারের জন্য আমরা সময় চেয়ে ছিলাম কিন্তু তার কোন সদুত্তর আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পরবর্তী তে আমরা রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং লিখিত স্মারকলিপি দিয়েছি। একটা গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের এই ধরনের মনোভাব হওয়ার উচিত না। সরকারের সম্মতি ছাড়া শিক্ষা সচিব দেখা করছেন না। শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের চিঠি দিলে তিনি না বসে স্পেশাল সেক্রেটারির টেবিলে আলোচনার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। কোন অজ্ঞাত কারণে শিক্ষা সচিবের এই ভূমিকা আমরা যথেষ্ট হতাশ হচ্ছি । এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের আন্দোলনের সংগ্রামের সঠিক পথ নির্বাচন করতে না পারলে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না । আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে না পারলে সরকারের ঘুম ভাঙানো যাবে না সুতরাং সর্বশক্তিদিয়ে আমাদের ছাপাতে হবে। অনেক প্রতিকূলতা আছে তাকে জয় করতে হবে। আর সেই উদ্দেশ্যেই রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশন আগামী দিনের আমাদের নতুন পথ দেখাবে। এই প্রত্যাশায় আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। আন্দোলন সংগ্রামের

মধ্যে দিয়ে এই সরকারের না কে হ্যাঁ করাতে হবে। আর সেই লক্ষে সব অংশের কলেজ শিক্ষাকর্মীদের কাছে আমাদের পৌঁছাতে হবে। কোন ছুত মার্ক রাখলে চলবে না। বর্তমান সময়ে আমাদের একক শক্তিতে এই ধরনের শাসকের সাথে লড়াই করা সম্ভব নয়। তাই একদিকে যেমন সব শিক্ষাকর্মীদের সমাবেত করতে হবে অপর দিকে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করার জন্য সর্ব শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কর্মসূচি গুলিতে অংশগ্রহণ বাড়াতে কর্মসূচি গুলি সব অংশের শিক্ষা কর্মীদের কাছে নিয়ে যেতে হবে তাদের মতামত নিতে হবে তাদের মনোভাব বুঝতে হবে এবং সেগুলো সংগঠনের মধ্যে নিরন্তন আলোচনায় আনতে হবে। রাজ্য সম্মেলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত কর্মসূচি গুলি আমরা গ্রহন করেছিলাম সেই কর্মসূচি গুলির আমাদের সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

আজকের সময়ে এই পর্যালোচনা হওয়া উচিত দুটি বিষয়ে বিবেচনায় রেখে প্রথমত আন্দোলন সংগ্রাম বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের পর্যালোচনায় আমাদের সর্বাধিক সাধারণ শিক্ষাকর্মীদের অভিজ্ঞতা কি হলো। কতটা ছাপ আমরা ফেলতে পারলাম। আমরা কর্মসূচি গুলির সাথে কতটা একাত্ম হতে পেরেছিলাম। প্রতিবাদ প্রতিরোধের সংগ্রামে প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষমতা আমরা অর্জন করতে পেরেছি কিনা ?

দ্বিতীয়তঃ আমরা বলেছিলাম সব অংশের কর্মচারীদের কাছে আমাদের পৌঁছাতে হবে শক্তি বাড়াতে হবে সংগঠন শক্তিশালী না করতে পারলে এই সরকারের চোখে চোখ রেখে দাঁড়ানো সম্ভবপর নয়। ইউনিট কমিটিগুলির ফাংশানিং বাড়াতে হবে। জেলা কমিটি গুলি কে নিয়মিত সভা করতে হবে। জেলা কমিটির সভায় রাজ্যের সার্কুলার পাঠ করতে হবে। আলোচনা করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা কর্মীদের কথা শুনতে হবে তাদের অভিজ্ঞতা অভাব অভিযোগ সেগুলো সংগঠনের অভ্যন্তরে নিরন্তন আলোচনায় আনতে হবে। স্বৈরাচারী শাসকের কবল থেকে কলেজ শিক্ষাকর্মীদের মুক্ত করতে না পারলে নুতন দাবি আদায় তো দুরের কথা। যা আমরা অর্জন করেছি তা আমরা ধরে রাখতে পারব না। কলেজ শিক্ষাকর্মীদের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাই স্থায়ী, অস্থায়ী, অবসরপ্রাপ্ত সব অংশের শিক্ষাকর্মীদের সমবেত করে যৌথ মঞ্চে মধ্যে দিয়ে দাবি আদায়ের লড়াইয়ে এগোতে হবে। পাশাপাশি ভাবে ইউনিট কমিটি গুলিকে জীবন্ত করে তুলতে হবে। যেখানে যেখানে ইউনিট কমিটি নেই, সেখানে সেখানে ইউনিট কমিটি গড়তে তুলতে পরিকল্পনা করতে হবে। কলেজ ভিত্তিতে ইউনিট করতে না পারলে, পার্শ্ববর্তী কলেজ গুলি কে নিয়ে করার দিকে যাওয়া কিনা তার পরিকল্পনা করতে হবে। সভা নিয়মিত ডাকতে হবে। প্রতি সভায় পর্যালোচনা করে জেলা কমিটির সদস্যদের কাজের দায়িত্ব বন্টন করা এবং তা চেকআপ করা উপর জোড় দিতে হবে। জেলার নিজস্ব ডেটা ব্যাংক তৈরি করে সমগ্র জেলার শিক্ষাকর্মীদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে হবে। অস্থায়ী কলেজ শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্য। এই প্রশ্নে সরকারের মনোভাব স্পষ্ট করতে হবে। অস্থায়ী কর্মচারীদের সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। এর শেষ দেখে আমরা ছাড়বো। এই অংশের শিক্ষকর্মীদের আমাদের সংগঠনের পতাকা তলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা, তাদের মনোভাব সংগঠনের অভ্যন্তরে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণের তাদের মনোভাব কি। আমরা কেন প্রতিটি জেলায় অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের সংগঠিত করতে সাব কমিটি তৈরি করতে পারলাম না। না উদ্যোগ নিলাম না সেই বিষয়ে আমাদের অবস্থান পষ্ট করতে হবে।

আগামী দিনে আরো বড় আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। ব্যাপক উপস্থিতির প্রয়োজন সুতরাং এই অংশের কলেজ শিক্ষাকর্মীদের সংগঠিত করতে আমাদের বাড়তি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষাকর্মী সংগঠন রাজ্যস্তর থেকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি না। অবসর গ্রহণ করবার পর এই অংশের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ যাতে হারিয়ে না যায়,

তাদের কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়া যায় তার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এই প্রশ্নে কোন দুর্বলতা থাকার কোন জায়গা নেই এবং রাজ্য সরকারের স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই অংশের উপস্থিতি আমাদের বাড়তি শক্তি যোগাবে। আর বিলম্ব নয় জেলাগুলোতে দ্রুততার সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষাকর্মীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিটি জেলায় জেলা কমিটি গঠনের দিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

রাজ্য দপ্তর প্রসঙ্গে আমরা রাজ্য কাউন্সিল সভায় আলোচনা করেছিলাম যে রাজ্যে দপ্তর কাজকর্ম আমরা স্বাভাবিকভাবে করতে পারছি না। এই প্রশ্নে কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী জেলা কমিটিগুলির সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিদিন যে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, প্রতিক্রিয়া যদি আমাদের দেখাতে হয় তাহলে কেন্দ্র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেখানে আমরা বিড়ম্বনায় পড়ছি। শুধু তাই নয় সরকারি দপ্তর গুলির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে অফিসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। অফিস স্বাভাবিক না থাকার জন্য আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। আমাদের মত সংগঠনের রাজ্য দপ্তর সংগ্রামের মূল কেন্দ্রবিন্দু। আসুন আমরা সকলেই মিলে এই সমস্যার সমাধান কি করে করা যায় তার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে ধারাবাহিক ভাবে আমাদের সংগঠনের যে লড়াই আন্দোলনের কথা ব্যাপক অংশের শিক্ষাকর্মীদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান সংগঠক হিসাবে নিশ্চিতভাবেই আমাদের নেতৃত্বরা ভূমিকা পালন করেন কিন্তু এই মুহূর্তে আরো বেশি অংশের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাই এই প্ল্যাটফর্মকে যদি আমরা ব্যবহার না করতে পারি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক পিছিয়ে থাকবো। তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে রাজ্য কমিটির অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও সোশ্যাল মিডিয়ার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে নিজস্ব ফেসবুক পেজ, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ওয়েবসাইট চালু করেছে। এই প্লাটফর্মকে যাতে আমরা ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারি সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধির প্রশ্নে, আমাদের সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাপক অংশের মানুষের মধ্যে ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটের প্রচার ছড়িয়ে দিতে হবে। পাশাপাশিভাবে এই সোশ্যাল মিডিয়ার হ্যান্ডেলিং এর প্রশ্নে আমাদের অনেক বেশি যত্নবান হতে হবে।

<u>আন্দোলন সংগ্রামে</u>

বিগত দিনে সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা যা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলাম সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ধারাবাহিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আন্দোলনের মাত্রা আমাদের একটু একটু করে বাড়াতে হবে। আমাদের সকলের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হবে না। সুদূর কোচবিহার থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত সারা রাজ্যে জুড়ে অগণতান্ত্রিক শাসকের শিক্ষাকর্মীদের প্রতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে শিক্ষা এবং শিক্ষাকমীদের দাবি আদায়ের অভিযান আমরা নিতে পারি কিনা

২) বিকাশ ভবন কেন্দ্রীয়ভাবে দুই দিন ব্যাপী ১০ ঘণ্টার অবস্থান করতে পারি কিনা ?

৩) ইউনিট কমিটিগুলির পুনঃগঠন করা যাতে একজনও শিক্ষাকর্মী সদস্যকে ইউনিটের বাইরে না থাকতে হয়।

৪) জেলা কমিটিগুলি নিয়মিত সভা করা। রাজ্য কমিটির সার্কুলার প্রতিটি মিটিং এর পাঠ করা। রাজ্য কমিটির সদস্য সহ প্রতিটি জেলা কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করা এবং তার চেকআপ করা।

৫) আয়ূধ পত্রিকার সার্কুলেশন কে স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রত্যেকটা জেলার কমিটিকে প্রতিটা সংখ্যা পিছু একটি করে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা। লেখা পাঠানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

৬) রাজ্য দপ্তরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্য কমিটির সদস্যদের সাহায্যের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা।

৭) অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর মধ্যে প্রতিটি জেলার সব কলেজগুলির শিক্ষাকমীদের নামের তালিকা যুক্ত করার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮) একদিকে রাস্তার লড়াই অন্যদিকে আইনি লড়াইয়ের শিক্ষাকর্মী দের পাশে থাকার লক্ষ্যে ফাইটার ফান্ড গড়ে তোলার উদ্যোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে জেলা কমিটিগুলির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এটা কখনো সম্ভবপর নয়।

৯)শিক্ষাকমীদের প্রতি সরকারের অনমনীয় মনোভাব সম্পর্কে এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলি যেভাবে কোন আলাপ আলোচনা ছাড়া আমার উপর কাজের বোঝা চাপাছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে উপর জেলায় জেলায় কমসূচী গ্রহণের উপর জোড় দিতে হবে। প্রয়োজন এ ১২ ই জুলাই কমিটির সহযোগিতা নিতে হবে ।

এছাড়া রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির অধিকার যাত্রা জেলায় জেলায় সংগঠিত হচ্ছে। জেলা কমিটির গুলি পদযাত্রীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিবাদন জানাবার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি ।

১০) সামনেই লোকসভা নির্বাচন সেই নির্বাচনে । এই নির্বাচনী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পক্ষে আমাদের শক্তিকে সঙ্গত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে দীর্ঘ লড়াই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে অন্তত একটি দাবি আমরা আদায় করতে সফল হয়েছি । গত ২৫ শে জানুয়ারি ২০২৪ (50-Edn(CS)17013(99)/32023) ফ্যামিলি পেনশনের ক্ষেত্রে অবিবাহিত কন্যা এবং বিধবা কন্যাদের যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে । এই জয় গোটা শিক্ষাকর্মী আন্দোলনের জয়

আশা করছি আগামী দিনে মৃত পোষ্যের সন্তানের চাকরি স্থায়ী আদেশনামা আদায়ও আমরা সামর্থ্য হব।

এখানেই শেষ নয় পরবর্তীকালে আমাদের অমীমাংসিত দাবী গুলি যতদিন না আমরা আদায় করতে পারছি , আমাদের লড়াই আরও তীক্ষ্ন হবে আজকের এই বর্ধিত অধিবেশন আগামী দিনের আমাদের সবাইকে সঙ্গে এগিয়ে চলার সাহস জোগাবে।

অভিনন্দন সহ
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষা কর্মী ইউনিয়ন ।
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি